ডীইজম : ভগবানের হারানো লেত্তি

আশীষ লাহিড়ী

সম্পাদকের কাছ থেকে ডীইজ্‌ম (Deism –অনেকে ডেইইজ্‌ম-ও বলেন, কেউ কেউ এর বাংলা করেন ‘যুক্তিসঞ্জাত ঈশ্বরবাদ’) নিয়ে লেখবার ফরমাস পেয়ে প্রথমেই মান্না দে’র কথা মনে পড়ে গেল । গোয়াবাগানের মানুষ দে মশাইয়ের তুলনা নেই । সেই কবে ‘একদিন রাত্রে’ ছবিতে গেয়েছিলেন, **‘ঘুরিয়ে দুনিয়ার লাট্টু, ভগবান হারিয়েছে লেত্তি’,** আজও তা পুরোনো হল না (সুরটা মনে হয় সলিল চৌধুরীর)। ডীইজ্‌ম নিয়ে ভাবতে বসলেই মান্না দে’র ঐ গানটা মনে পড়ে যায়, লেখা এগোয় না ।

ভাববেন না ফাজলামি করছি । ডীইস্ট্‌রা গুরুগম্ভীর সুরে ঐ কথাই বলতেন -- একেবারে সৃজনের আদিলগ্নে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মান্ডকে এক মোক্ষম ঠেলা দিয়েই সরে পড়েছেন । ব্রহ্মান্ড তার পর থেকে নিজের নিয়মেই, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মেই চলেছে, আর ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দরকার হচ্ছে না । অর্থাৎ কিনা, ভগবান একবার লাট্টুটা বোঁ করে ঘুরিয়ে দিয়েই লেত্তিটা ফেলে দিয়েছেন (মতান্তরে হারিয়ে ফেলেছেন), এখন ইচ্ছে করলেও আর প্রকৃতির কোনও কিছুতে হস্তক্ষেপ করার জো নেই তাঁর ! লাট্টু যদি থামে, তো তার নিজের নিয়মেই থামবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে । ফাজলামি নয়, এসব হল গভীর তত্ত্বকথা । সাইমন ব্ল্যাকবার্নের খাস অক্সফোর্ডীয় দর্শন-অভিধানে বলা হয়েছে, ডীইজ্‌ম অনুসারে God may only be thought of as an 'absentee landlord'.[১] কী ভয়ানক কথা ! সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কিনা ‘অনুপস্থিত জমিদারের’ সঙ্গে তুলনা করা । আমরা প্রাক্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে অনুপস্থিত জমিদারের কীর্তিকলাপ হাড়ে হাড়ে জানি । সেই ধারণার সঙ্গে ডীইস্ট্‌দের মতে 'Supplication and prayer in particular are fruitless .[২] প্রার্থনা-ফার্থনা করে, করুণা-টরুণা চেয়ে কিস্‌সু হয় না । বটে ! এও তো আমাদের চেনা কথা । ব্রাহ্মসমাজের ডীইজ্‌ম-পন্থী অংশের নেতা অক্ষয় দত্ত (১৮২০ - ১৮৮৬) মধ্য-উনিশ শতকে সেই যে এক মোক্ষম ইকুয়েশন লিখে বাংলা কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, সে তো এই কথারই বীজগাণিতিক রূপ :

পরিশ্রম = শস্য
পরিশ্রম +প্রার্থনা = শস্য
সুতরাং, প্রার্থনা = ০

মুশকিল হচ্ছে, ডীইজ্‌মে নাকি বেশিদিন বিশ্বাস করা যায় না : যে-ব্যক্তি ডীইজ্‌মে বিশ্বাস করে, সে অচিরে নাস্তিক হয়ে উঠতে বাধ্য । এও মহাপুরুষেরই কথা । দনি দিদরো-র (Denis Diderot,1713-1784) মন্তব্য অবিস্মরণীয় হয়ে আছে : ডীইস্ট্‌ হল সেই ব্যক্তি যে নাস্তিক হয়ে ওঠার আগেই মরে গেছে ! অর্থাৎ যে লোক ডীইস্ট, সে ঠিকঠাক বেঁচে থাকলে একদিন নাস্তিক হয়ে উঠবেই । এ হিসেবও আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে । অক্ষয় দত্তই তার নির্ভুল উদাহরণ । মধ্যবয়সে তিনি তো কার্যত নাস্তিকই হয়ে গিয়েছিলেন ।

অক্সফোর্ড থেকে এবার যদি কেমব্রীজের দ্বারস্থ হই, তাহলে দেখব ডীইজ্‌মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে: "Belief in the existence of a supreme being who is the ground and source of reality but who does not intervene or take an active interest in the natural and historical order.' ৩ এ তো ভারি মজার ব্যাপার । পরম শক্তিস্বরূপ একজন কেউ আছেন, আছেন শুধু নন, তিনিই হচ্ছেন বাস্তবতার উৎস এবং ভিত্তি । অথচ এহেন ঈশ্বর প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ওপর হস্তক্ষেপ করেন না, সমাজের নিয়মকানুনের মধ্যে নাক গলান না, সেসবে তাঁর কোনো সক্রিয় আগ্রহই নেই । এতই তিনি অলস । তাঁকে 'অনুপস্থিত জমিদার' বলে গাল দিয়ে (নাকি প্রশংসা করে ?) ব্ল্যাকবার্ন তো ঠিকই করেছেন দেখছি ।

আক্ষরিক অর্থে বিচার করলে deism আর theism একই কথা । দুটোরই আক্ষরিক ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ঈশ্বরবাদ বা ঈশ্বরে বিশ্বাস । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দুটো শব্দ প্রায় দুই বিপরীত মেরুর ভাবনাকে ধারণ করে আছে । Theism বলতে ঈশ্বরে বিশ্বাসকেই বোঝায়, বাংলায় যাকে আস্তিকতা বলা হয় । তার বিপরীত কথাটা atheism, বাংলায় নাস্তিকতা, নিরীশ্বরতা বা অনীশ্বরতা । এ দুটো প্রাচীন আমল থেকেই ছিল । নিরীশ্বরতার ইতিহাস ঠিক আস্তিকতার মতোই পুরোনো, হয়তো আরো বেশি পুরোনো । ভারতের প্রাচীনতম দর্শন সাংখ্যমতে তো পরিষ্কার ভাষায় ঈশ্বরকে 'অসিদ্ধ' বলা হয়েছে । এইভাবে ঈশ্বর-অনীশ্বরের দ্বন্দ্ব নিয়েই যুগ যুগ ধরে ইতিহাস এগিয়েছে । ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্যায়ে, সতেরো শতকে এসে, ইউরোপে এক নতুন ধরনের ঈশ্বর-বিশ্বাস হিসেবে ডীইজ্‌ম-এর উদ্ভব হল । ওটাও বিশেষ দেশকালের, বিশেষ অবস্থার, অবদান । ব্ল্যাকবার্নের কথায়, ডীইজ্‌ম হল "a term referring to the doctrine of "natural religion" emerging in England and France in the late 17th and early 18th centuries, according to which while reason ... assures us that there is a God, additional revelation, dogma, or supernatural commerce with the deity are all excluded.' ৭ প্রশ্ন হচ্ছে, সতেরো-আঠারো শতকে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সে কী এমন ঘটল যার ফলে ডীইজ্‌মের জন্ম হল ? কারাই বা তার প্রধান প্রবক্তা ? কী তাঁদের ভূমিকা ?

আধুনিক বিজ্ঞান ও ডীইজ্‌ম

সতেরো-আঠারো শতকে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সে যা ঘটল তার নাম আধুনিক বিজ্ঞান । কোপার্নিকাসের হাত ধরে যার সূত্রপাত, কেপলার-গ্যালিলিও-বেকন-দেকার্ত হয়ে অবশেষে নিউটন-এর হাতে তার পূর্ণতা । ভলতেয়ার-এর হাত ধরে নিউটনের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে । নিউটন এমন এক বিশ্বপ্রক্রিয়ার ছবি আঁকলেন যা সরল প্রাকৃতিক নিয়মে চলে, যাতে ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় কেবল সৃষ্টির সময় আর গোটা ব্যবস্থাটাকে চালু করে দেওয়ার সময় (সেই ভগবান, লাট্টু আর লেত্তির তত্ত্ব !)। প্রত্যেকটা কাজের জন্য প্রত্যেকটা ধাপে আলাদা আলাদা করে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের তত্ত্ব আর টিকল না । এক সময় বলা হত (এখনো অনেকে বলেন), ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া একটি গাছের একটি পাতাও নাকি নড়ে না । এখন আর শিক্ষিত লোকেরা সেকথা মানতে রাজি হল না । এখন থেকে ঈশ্বরের যেটুকু ভূমিকা তা নেপথ্যে, নাটক শুরু হওয়ার আগে । একবার নাটক শুরু হয়ে গেলে পর, তিনি (৩)

থাকলেন কি গেলেন, তা নিয়ে আর কারো মাথাব্যথা রইল না । ধর্মতাত্ত্বিকদের আওতা থেকে বার করে এনে বিজ্ঞানচর্চার একটা স্বাধীন পথ তৈরি হল এর ফলে ।

কিন্তু পুরোপুরি স্বাধীন বলা যায় কি ? এতদিনকার চালু ধর্মবিশ্বাস রাতারাতি তো আর উবে যেতে পারে না । নিউটন নিজে খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস করতেন, খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁর প্রচুর কাজ আছে । কাজেই তিনি তাঁর 'সিস্টেমে' ঈশ্বরের জন্য একটু ফাঁক রেখে দিলেন । বললেন, আর সবই বলবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী চলছে ঠিকই, কিন্তু দেশ (space) হচ্ছে খোদাতালার 'খাস পেয়ারা', তা নাকি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তা নাকি আপেক্ষিক নয়, তা নাকি খোদ ঈশ্বরেরই 'চেতনাপীঠ (sesorium)।' এ তো অদ্ভুত ব্যাপার ! বিশ্বসংসারের বাকি সব কিছু নিউটনেরই প্রমাণিত প্রাকৃতিক বলবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলবে, অথচ দেশের বেলায় বলা হবে ওটা ঈশ্বরের খাসতালুক ! আসলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বা ঈশ্বরবিশ্বাসের গোঁজামিল দিতে গেলেই ঐরকম পরস্পর-বিরোধী কথাবার্তা বলতে হয় ।

ডীইজ্‌মের মধ্যে ঠিক এই জিনিসটাই দেখতে পাই । ডীইজ্‌মের প্রবক্তারা আগাপাশতলা যুক্তিবাদী । বিজ্ঞানকেই তাঁরা আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো অঙ্গ বলে মনে করেন । যুক্তিবাদী পথে সমাজকে, মানুষের মনকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিতেও তাঁরা আগ্রহী । কিন্তু সব কিছুর পরেও তাঁদের ঈশ্বরবিশ্বাসটুকু ছাড়তে রাজি নন । নিউটনেরই বন্ধু, তাঁরই অনুগামী দার্শনিক জন লক-এর (১৬৩২-১৭০৪) কথাই ধরুন না । তিনি নিজে ছিলেন ডাক্তার,'অলৌকিক কোনো কিছুকে মেনে নেওয়ার দায় তাঁর ছিল না । তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন নিয়মের শাসনকে -- একদিকে নিউটনের বৈজ্ঞানিক নিয়ম, অন্যদিকে ব্রিটেনে ১৬৮৮ সালের সাংবিধানিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানি (সিভিল) আইনের নিয়ম ।'[৮] এই জন লক একরকম ডীইজ্‌মে বিশ্বাস করতেন । রসায়নবিদ জোসেফ প্রিস্ট্‌লী (১৭৩৩ - ১৮০৪) নিজেকে খ্রিস্টান বললেও, তাঁর ভাবনাচিন্তা ডীইজ্‌মেরই সমগোত্রীয় ছিল । নিয়তি, ট্রিনিটি, খ্রিস্টের মৃত্যু মানুষের পাপেরই মূল্য, আত্মার অস্তিত্ব, এইসমস্ত চালু খ্রিস্টীয় বুলিতে এতটুকু বিশ্বাস ছিল না তাঁর, বরং, এগুলিকে তিনি প্রকৃত খ্রিস্টধর্মের 'অবমাননা' বলে গণ্য করতেন । 'বিজ্ঞানসাধনা, মানবহিতৈষণা এবং বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তিনি ।.... মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফরাসিরা ভেবেই পেত না, কী করে একজন দার্শনিকের পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সম্ভব; ওদিকে ইংরেজরা বুঝতে পারত না, নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে প্রিস্ট্‌লীর ধর্মের তফাতটা কী !'[৯]

বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্ক্‌লিনের (১৭০৬ - ১৭৯০) ভাবনাচিন্তাও কতকটা ঐরকমেরই ছিল । ফ্র্যাঙ্ক্‌লিনের জীবনী পড়ে ব্রহ্মবাদী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কীরকম চটে গিয়েছিলেন, সেকথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে । মহর্ষির চোখে ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন 'নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ।' তাঁর 'হিসাব-করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা' দেবেন্দ্রনাথকে পীড়া দিত । তিনি 'ফ্র্যাঙ্ক্‌লিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।'[১০] একই মানুষ সম্বন্ধে বার্নাল লিখছেন : 'পারিতে এবং ভের্সাইতে থাকাকালীন রাজনীতি ও বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতির ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি । ফ্র্যাঙ্ক্‌লিন যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বেকন । তবে এ-বেকনের চরিত্র আলাদা । ..... নবযুগের এই বেকনের উদ্ভব জনগণের মধ্যে থেকে, স্বাধীনতার আবহাওয়ায় ।..... নবযুগের বিজ্ঞানের একেবারে সামনের সারিতে তাঁর অবস্থান ।'[১১] বৈজ্ঞানিকতা, গণতান্ত্রিকতা আর সহজ বুদ্ধি, এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে ফ্র্যাঙ্ক্‌লিন ছিলেন অনন্য ।

টম পেইন ও ডীইজ্‌ম

তবে আগমার্কা ডীইস্ট্‌দের মধ্যে যাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন টম পেইন (১৭৩৭ - ১৮০৯)। ফরাসি বিপ্লবের সমর্থক, 'কমন সেন্স'-এর দার্শনিক বলে প্রসিদ্ধ 'টম পেইন তাঁর Rights of Man গ্রন্থে আঠেরো শতকের সুশৃঙ্খল সভ্যতার ধারণাটিকে তীব্র আক্রমণ করলেন । লক থেকে বার্ক পর্যন্ত কেউই তাঁর ক্ষুরধার আক্রমণ থেকে রেহাই পেলেন না । টম পেইন এই সভ্যতাকে ভ্রষ্টাচারগ্রস্ত এবং নিপীড়নমূলক বলে বর্ণনা করলেন । মানুষকে যে মানুষ হিসেবেই সম্মান দেখাতে হবে, তার কৌলীন্য কিংবা সম্পদ বিচার করে নয়, তাঁর এই ধারণাটাই তখন নতুন । সমাজ, এমনকি শৌখিন বৈঠকখানার সমাজও এই কালাপাহাড়ি ধারণার উচ্চারণে মর্মাহত হল ।'[১২] ডীইজ্‌ম সম্পর্কে পেইন-এর একটি লেখা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করলেই এই মতের শক্তি ও দুর্বলতা দুটোই পরিষ্কার হয়ে যাবে ।

'Of the Religion of Deism Compared with the Christian Religion' [১২] (খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে ডীইজ্‌ম - ধর্মের তুলনা) প্রবন্ধে পেইন লিখেছেন, 'যে কোনো মানুষ, তিনি যে - ধর্মেরই হোন না কেন, তাঁর ধর্মমতের আদি সূত্র হল ডীইজ্‌ম । ..... ডীইজ্‌ম মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস । এই বিশ্বাসই প্রতিটি মানুষের ধর্মমতের প্রথম সূত্র।' তাহলে সাধারণ অর্থে ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে, অর্থাৎ থীইজ্‌মের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়? 'যখনই আমরা ঐ সূত্র থেকে সরে গিয়ে একে মানুষের তৈরি-করা অন্যসব সূত্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি, তখনই আমরা পথ হারিয়ে অনিশ্চয়তা আর বানানো গল্পকথার এক গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ি । তখনই আমরা বুজরুকদের ঈশ্বর-প্রেরিত বার্তার যাবতীয় চাপের শিকার হই ।' পেইন-এর মতে, যারা বলে, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ আছে, ঈশ্বরই নাকি তাদের নিজ বার্তা পাঠিয়ে দেন, তারা গুল মারে ।

যুগ যুগ ধরে নানান ধর্মমতের নামে মানুষ এইসব গুল শুনে আসছে। পেইন উদাহরণ দিচ্ছেন : 'পারস্যের অনুশাসন-প্রণেতা জোরোআস্তার রচিত জেন্দ্‌-আবেস্তা দেখিয়ে পারসিকরা বলবে : এই হল ঐশ্বরিক নিয়ম । ব্রাহ্মণরা তাদের শাস্ত্র দেখিয়ে বলবে, ঈশ্বর মেঘের আড়াল থেকে ব্রহ্মার কাছে ঐ শাস্ত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন । ইহুদিরা যেটাকে মোজেস-এর অনুশাসন বলে সেটাকে দাবি করবে, ঈশ্বর স্বয়ং মোজেস-কে ঐসব অনুশাসন দান করেছিলেন সাইনাই পাহাড়ের ওপরে । খ্রিস্টানরা কতকগুলো বই আর নীতিকথার সংকলন (সেগুলো কে যে লিখেছে, কেউ জানে না) দেখিয়ে বলবে, এই হল 'নিউ টেস্টামেন্ট।' মুসলমানরা তাদের কোরান দেখিয়ে বলবে, ঈশ্বর ঐ কথাগুলি মহম্মদকে স্বমুখে বলেছিলেন। এরা প্রত্যেকেই দাবি করে, তাদের ধর্মটাই ঈশ্বর আদিষ্ট, ওটাই ঈশ্বরের একমাত্র সত্য কথা । প্রতিটি ধর্মের অনুগামীরা একই কথা বারবার শুনতে শুনতে একথা বিশ্বাস করে ফেলে। তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে অন্য সব ধর্ম হল গা-জোয়ারি ব্যাপার, একমাত্র তাদেরটাই খাঁটি।'

এর বিপরীতে, পেইন বলছেন, 'একজন ডীইস্ট্‌কে তার বিশ্বাস সত্য প্রমাণ করার জন্যে অত্যাশ্চর্য দৈব ঘটনা বলে প্রচারিত ঐ সমস্ত কেরামতি আর চালবাজির আশ্রয় নিতে হয় না।' খ্রিস্টীয় জগতে এই ধরনের অত্যাশ্চর্য দৈব ঘটনার সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ, বলাই বাহুল্য, অক্ষতযোনি মেরি-র গর্ভে যিশুর জন্ম । পেইনের কথায়, 'একটা গল্প চালু আছে যে জোসেফের সঙ্গে বিয়ের আগে একজন

রোমান সেনা মেরিকে ধরে রেখেছিল এবং তারই ঔরসে তিনি গর্ভবতী হন । এ গল্পটার সত্যি-মিথ্যে নির্ধারণের ভার আমি ইহুদি আর খ্রিস্টানদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম । তবে গল্পটা সত্যি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে । কারণ মেরির স্বামী জোসেফ একটা কিছু সন্দেহ করতেন, মেরিকে ঈর্ষা করতেন । মেরিকে তিনি লুকিয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন । ''মেরির স্বামী জোসেপ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ লোক । মেরি লোকসমক্ষে এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠুন, তা চান নি তিনি । তাই চুপি চুপি মেরিকে লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন'' (নিউ টেস্টামেন্ট, ম্যাথু, ১ : ১৯)। পেইন বলছেন, একমেবাদ্বিতীয়ম সেই আদি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো গালগল্পতে বিশ্বাস করলে যে কী ঝামেলায় পড়তে হয়, এটা তারই উদাহরণ : শেষ পর্যন্ত 'কে যে যিশুর পিতা তা নিশ্চিত করে জানাই অসম্ভব হয়ে পড়ল ।'

পেইন-এর মতে, ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিস-কান্ডে যেসব কাহিনী নিছক রূপক আকারে বলা হয়েছিল, চার্চ অব রোম সেগুলোকে সত্যি ঘটনা বলে প্রচার করল, কেননা তা নাহলে তারা যিশু খ্রিস্টকে জগতের ত্রাতা বলে উপস্থিত করবে কী করে ? ঐখানেই পুরোহিততন্ত্রের কারসাজি ও কেরামতি । 'পুরোহিততন্ত্র চিরকালই জ্ঞানের শত্রু, কারণ মানুষকে বিভ্রম আর অজ্ঞানতার ঘোরে আচ্ছন্ন করে রেখেই তো তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে । সুতরাং জ্ঞান আহরণকে সত্যিকারের পাপ বলে ফতোয়া দেওয়াটা তাদের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ..... পুরিহিততন্ত্রের কাছে বিচারবোধই হল নিষিদ্ধ বৃক্ষ । [ইডেন উদ্যানের] নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের রূপক ব্যাখ্যায় এটা একটা সূত্র হতে পারে । কারণ যেসময় ঐ রূপক বানানো হয়েছিল তখন এর একটা অর্থ ও ব্যবহারিক উপযোগিতা নিশ্চয়ই ছিল, এরকম অনুমান সঙ্গত।'

এখানেই থামছেন না পেইন । 'ধর্মমতের কোনো একটা সূত্রকে যখন কিছুতেই সত্য বলে বা সম্ভবপর বলে প্রমাণ করা জায় না, তখন মোক্ষম তোপটি দাগা হয়, বলা হয়, ওটি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ । তাতে কিন্তু সমস্যা মেটে না, একটার জায়গায় অন্য একটা সমস্যা হাজির করা হয় মাত্র। কারণ কোনো একটা বিষয়কে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে প্রমাণ করাটা ঠিক পূত আত্মার দ্বারা মেরির গর্ভাধান প্রমাণ করার মতোই অসম্ভব। এইখানেই ডীইজ্‌ম-ধর্ম খ্রিস্টধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেসব বানানো, কষ্টকল্পিত গালগল্প আমাদের বিচারবোধকে চরম আঘাত হানে, কিংবা আমাদের মানবিকতাকে আহত করে, খ্রিস্টধর্মে যেসব গল্পের ছড়াছড়ি, সেসবের থেকে ডীইজ্‌ম মুক্ত । তার ধর্মমত বিশুদ্ধ এবং মহনীয়রূপে সরল । তা কেবল ঈশ্বরকে মানে, তার বেশি কিছু মানে না ।'

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অসারতা, বিশেষ করে পুরোহিততন্ত্রের বুজরুকিকে পেইন যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তা অতুলনীয় । কিন্তু যে-যুক্তিবাদের কথা, যে-'বিচারবোধে'র কথা তিনি বারবার বলেন, যার জোরে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে এমনভাবে তুলোধোনা করেন, সেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলে ঈশ্বরে আদৌ বিশ্বাস করা যায় কিনা, সে প্রশ্ন তিনি তোলেন না । বরং এই কথাই বলেন যে ঐ বিচারবোধের বলেই মানুষ এক আদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী; বাকি সব ধাপ্পা । এই কারণেই ডীইজ্‌ম প্রায়-নাস্তিক, কিন্তু নাস্তিক নয় । ।

উপসংহার

লেত্তি-হারা ভগবানের এই বৃত্তান্তের সারসংক্ষেপ করে আমরা বলতে পারি, মানুষের ঈশ্বরভাবনার ইতিহাসে ডীইজ্‌মের ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বৈপ্লবিকই বলা যায় । এর প্রবক্তারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের যাবতীয় নোংরামির বিরুদ্ধে, আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিশীলতার আলোকে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোকে নতুন করে গড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে যে-লড়াই করেছেন তা অবিস্মরণীয় । এতদ্‌সত্ত্বেও, তাঁরা একমেবাদ্বিতীয়ম আদি ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলে, 'প্রাকৃতিক ধর্মে'র কথা বলে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন । বহু বিজ্ঞানী ডীইজ্‌মের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । আমাদের দেশেও অক্ষয়কুমার দত্ত পরে কার্যত নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন । বস্তুত, ডীইজ্‌মে বিশ্বাস যেন নাস্তিকতারই আগের ধাপ । অতএব, দিদরো-র সেই বিখ্যাত বচনটিকে স্মরণ করে লেখা শেষ করি : ডীইস্ট্‌ হল সেই ব্যক্তি যে নাস্তিক হয়ে ওঠার আগেই মরে গেছে !

উৎসনির্দেশ

১ Simon Blackburn, *The Oxford Dictionary of Philosophy*, OUP,1996,p.97

২ ঐ

৩ David Crystal, *The Cambridge Paperback Encyclopedia*, CUP. 2000, p. 243

৪ অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম খন্ড, উপক্রমণিকা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬-২০

৫ ঐ, পৃষ্ঠা ২৬

৬ ঐ, পৃষ্ঠা ১২

৭ Blackburn, p. 97

৮ জে ডি বার্নাল, ইতিহাসে বিজ্ঞান (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), আনন্দ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৩১৭

৯ বার্নাল, পৃষ্ঠা ৩২৬

১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, প ব সরকার প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৯৬১,১২ :৪৫

১১ বার্নাল, পৃষ্ঠা ৩২৩-৩২৪

১২ বার্নাল, পৃষ্ঠা ৬০২

১৩ দ্রষ্টব্য Internet : Modern History Sourcebook.
< http:// www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html> ইংরেজি থেকে অনুবাদ বর্তমান লেখকের ।